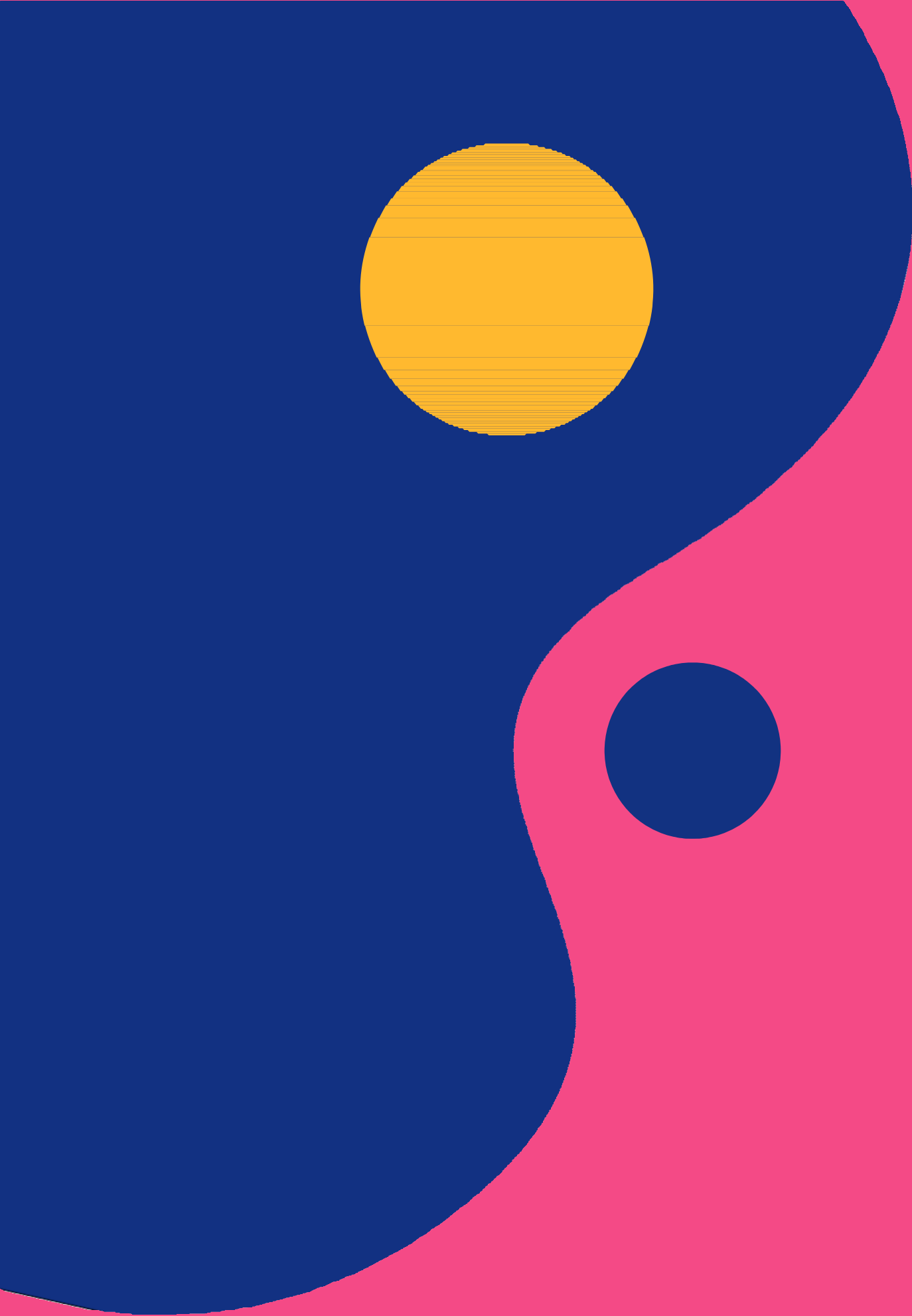


আসসালামু আলাইকুম



স্যার রিচার্ড ব্র্যানসন

পরিবেশন করছেন মিস রাবেয়া আক্তার কাজল



আলোচনার বিষয় সমূহঃ

- রিচার্ড ব্র্যানসনের জন্ম
- রিচার্ড ব্র্যানসনের স্কুল জীবন
- রিচার্ড ব্র্যানসনের সাফল্য ও ব্যবসায়িক জীবন
- রিচার্ড ব্র্যানসনের সাফল্যের ১০ টি সূত্র
- রিচার্ড ব্র্যানসনের বিবাহিত জীবন
- রিচার্ড ব্র্যানসনের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহন

রিচার্ড ব্র্যানসনের জন্ম

রিচার্ড চার্লস নিকোলাস ব্র্যানসন ১৯৫০ সালের ১৮ই জুলাই ইংল্যান্ডের লন্ডনের বিলাকহেথ (blackheath) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি তাঁর বাবা-মায়ের বড় সন্তান ছিলেন। তাঁর মা ইভ ব্র্যানসন একজন বিমান-বালা ও তার একজন ভাল উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁর বাবা মিঃ এডওয়ার্ড জেমস ব্র্যানসন ছিলেন একজন জর্জ। তাঁর মায়ের উডেন টিসুবক্সের একটা ব্যবসা ছিল।

ছোটবেলা থেকে রিচার্ড এর মা সবসময়ই চাইতেন তাঁর ছেলে জীবনে যেকোনো রকম কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য যেন প্রস্তুত থাকে। তাই তিনি ছোটবেলা থেকে রিচার্ডকে বিভিন্ন রকম চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন করতেন। একবার তাঁকে বাই সাইকেল এ করে ৫০ কিঃমিঃ দূরে তাঁর দাদুর বাড়িতে একটা জিনিস পৌঁছে দিতে বলেন।

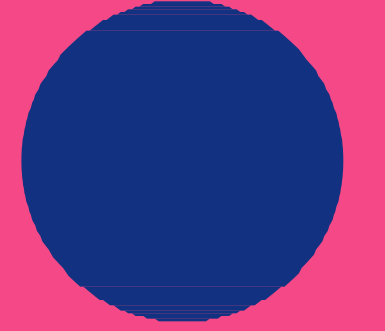
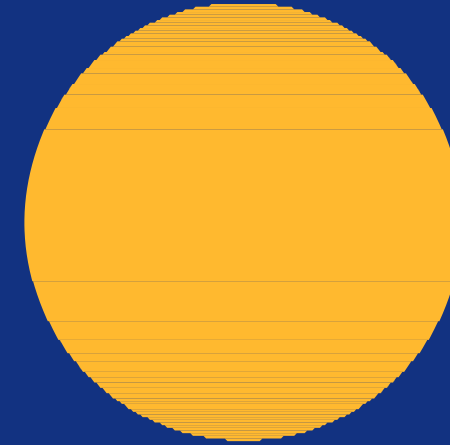


রিচার্ড ব্র্যানসনের স্কুল জীবন

ব্রিটেনের সাসেক্সের ক্লিভিউ হাই স্কুলে যোগ দেয়ার আগে সারে (Surrey) তে একটি প্রিপারেটোরি স্কুল এবং পরবর্তীতে স্কিটলিফ স্কুল থেকে তিনি পড়াশুনা করেন।

ব্র্যানসনের ছোটবেলাই ডাইলেক্সিয়া (Dyslexia) ছিল। যার কারনবসত তাঁর পড়াশুনায় মন বসতো না, তাই স্কুলের শেষের দিকে সে খুবই খারাপ রেজাল্ট করত।

তাঁর হেড মাস্টার রবার্ট ড্রাইসন তাঁকে বলেছিলেন, সে হয়তো কারা গারে যাবে নতুবা কোঠিপতি হবে। মাত্র ১৬ বছর বয়সে পড়াশুনায় অমনোযোগী হওয়ায় তাঁকে স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়।



রিচার্ড ব্র্যানসনের সাফল্য ও ব্যবসায়িক জীবন

মাত্র ১৬ বছর বয়সের মধ্যে ক্রিচমাচট্রি এবং এক ধরনের পাখি বিক্রি করার ব্যবসায় ফেইল হবার পর ১৯৬৬ সালে তিনি স্টুডেন্ট নামক একটা ম্যাগাজিন লঞ্চ করার মধ্যদিয়ে তাঁর প্রথম সফল ব্যবসার শুরু করেন।

তাঁর পাবলিশ করা স্টুডেন্ট ম্যাগাজিনটি এতোটাই পপুলার হয়ে উঠে ব্যবসা শুরু করার মাত্র তিন বছরের মধ্যেই তিনি ৪৫ লক্ষ টাকার মালিকে পরিণত হন।

ম্যাগাজিন ব্যবসায় সফল হওয়ার পর তিনি রিকর্ডিং ব্যবসার দিকে পা বাড়ান। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই রিকর্ডিং ব্যবসায় প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হতে হওয়ায় ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার অসৎ উপায় অবলম্বন করতে শুরু করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর এই কারসাজী ধরা পড়ে যায় এবং পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে যায়।

এরপর তাঁর মা-বাবা তাঁদের বাড়ি বন্ধক রেখে ৬০ লক্ষ টাকা জরিমানা দিয়ে তাঁকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনেন। এই ঘটনা থেকে তিনি শিক্ষা নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেন যে আর যায় হক না কেন তিনি আরা অসৎ উপায় অবলম্বনে চেষ্টা করবেন না



তাঁর পূর্ব পরিকল্পনায় অটুট থাকলে ব্র্যানসন হয়তো অনেক আগেই হারিয়ে যেতেন। পরবর্তিতে তাঁর চিন্তাশীল পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তিনি ব্যবসার পরিবর্তন করেন।

তিনি তখন মেইল অরডার ডিসকাউন্ট রিকর্ড ব্যবসা চালু করেন এবং খুব অল্প সময়ে সফল হওয়ায় আশ্বে আশ্বে একটি কোটি টাকার রিকর্ডিং সম্রাজ্য তৈরী করেন, তার নাম দেন ভারজিন রেকর্ডস (VIRGIN RECORDS)।

১৯৮৪ সালে তিনি ভারজিন অ্যাটল্যান্টিক ইয়ারলাইন্স চালু করেন। ব্যবসা করার বড় একটি সুযোগ আছে ভেবে তিনি শুরু করলেও তাঁর ধারণা ভুল প্রমানিত হয়। ফলে আবারও তিনি ব্যবসার পরিবর্তনে সিদ্ধান্ত নেন। এবং ১৯৯৪ সালে ভারজিন কোলা নামে একটি পানীয় বের করেন।

তিন ১৯৯৯ সালে তিনি ভারজিন মোবাইল বাজারে নিয়ে আসেন এবং ২০০০ সালে অস্ট্রেলিয়াতে ভারজিন ব্লু চালু করেন। দ্য সানডে টাইমস রিচ লিস্টে ২০০৬ সালে তিনি যুক্তরাজ্যে নবম ধনী হিসেবে বিবেচিত হন। তাঁর সম্পদের পরিমান ছিল তৎকালীন সময়ে ৩ বিলিয়ন ডলার। ভারজিন গ্রুপের বর্তমানে প্রায় ৩৫ টি দেশে ৭০ হাজারেরও বেশী কর্মকর্তা রয়েছে।

বেশ কিছু বছর ধরে স্বপ্নবিলাসী ব্র্যানসন মহাশুন্যে যাত্রী ভ্রমণের জন্য স্কেলড কম্পোজিট এর সাথে পার্টনারশিপে দ্য স্পেস সিপ কম্পানি চালু করেন। এবং একটি উপযুক্ত বিমান তৈরির প্রস্তুতি শুরু করেন। এপ্রিল ২০১৩ সালের মধ্যে ৫০০ এর ও অধিক মানুষ ভারজিন গ্যালাকটিক স্পেসসিপ এর টিকেট বুকিং করেন।

রিচার্ড ব্র্যানসনের সাফল্যের ১০ টি সূত্র



সপ্নের সঙ্গে হাঁটুনি।

- আপনি কখনোই সফল হতে পারবেন না। যদি আপনি আপনার কাজকে না ভালবাসেন।
- যারা ভালবাসার কাজটি করে সময় পার ক্রে, তারা তাঁদের জীবনটা সবচেয়ে বেশি উপভোগ করে।



ভালো কাজ করুন।

- মানুষের জন্য ভালো কিছু করার কথা বলেছেন ব্র্যানসন।
- তিনি বলেছেন, আপনি যদি মানুষের জন্য ভালো কিছু করতে না পারেন তবে নিজের ব্যবসাতেও কিছু করার সম্ভাব হবে না।



আস্থা রাখুন।

- আপনি যদি নিজের কাজ নিজে সমর্থন না করেন তবে অন্যকেও আপনার কাজকে সমর্থন করবে না।

রিচার্ড ব্র্যানসনের সাফল্যের ১০ টি সূত্র



আনন্দে থাকুন।

- আনন্দ করা বা আনন্দে থাকা হচ্ছে যেকোনো সফল ব্যবসায়ী হওয়ার অন্যতম নিয়ামক।
- তিনি বলেন আপনি যদি কোনো কাজে আনন্দ না পান তবে আপনার উচিত হবে অন্য কোনো কাজ করা।



হতাশা নয়।

- নতুন কোন ব্যবসা শুরু বা বেলুনে করে বিশ্বভ্রমণ কিংবা নৌকায় করে সাগর পাড়ি রোমাঞ্চকর যে কোন ক্ষেত্রেই একটা মুহূর্ত আসে যা হতাশ করে দিতে পারে। ব্র্যানসন এসব মুহূর্তে মোকাবেলা করতে বলেছেন।



নতুন চ্যালেঞ্জ নিন।

- ভাবনাগুলো যদি লিখে না রাখেন সকাল না হতেই সেগুলো আপনার মাথা থেকে হারিয়ে যেতে পারে। তাই ব্যবসা কে আর সম্বন্ধি করার জন্য যখন কোন ভাবনা মাথায় আসবে সেটা লিখে রাখুন। এরপর সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য নিজেকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিন।

রিচার্ড ব্র্যানসনের সাফল্যের ১০ টি সূত্র



প্রতিনিধি তৈরি করুন।

- সব কাজ আমি একা করতে পারবো না অনেক উদ্যক্তার জন্য এটা মেনে নেয়া কঠিন। আপনি হাত না দিলে কাজটা ঠিকঠাক মতো হবে না। যারা আপনার সাথে কাজ করেন তাঁদের উপর ভরসা রাখুন। একেই বলে প্রতিনিধি তৈরি করা।



দলের অভিধাক হন।

- আপনার সাফল্যের পাশাপাশি আপনার দলের মানুষের সাফল্যও গুরুত্বপূর্ণ। দলের সদস্যদের সৃজনশীল ভাবনা চিন্তাকে স্বাগত জানান।



বিরতি দিন।

- এই কর্মময় জীবনে মাঝেমধ্যে বিরতি দিন। এতে আপনি জীবনী শক্তি সঞ্চয় করতে পারবেন। তাই মাঝে মধ্যে বেড়িয়ে আসুন।



মানুষের ভুল ভাঙুন।

- যখন কেউ আপনার সম্পর্কে বাজে কথা বলছে তখন কিছু না বলে কাজ করুন, কাজ করে প্রমাণ করে দিন তারা ভুল বলছে।

রিচার্ড ব্র্যানসনের বিবাহিত জীবন



ব্র্যানসন ১৯৭২ সালে থ্রিস্টান থমাসি কে বিবাহ করেন এবং ১৯৭৯ সালে তাঁকে ডিভোর্স দেন।

১৯৮৯ সালে জন টেম্পেলমেন কে নেকার আইল্যান্ডে বিবাহ করেন ব্র্যানসন। এটি ব্রিটিশ ভারজিনের একটি আইল্যান্ড, যার মালিক ব্র্যানসন নিজেই।

তাঁর বারমুডা এবং এন্টি-গুয়া নামক দুখণ্ড রয়েছে।

তাঁর একটি পুত্র এবং একটি কন্যা সন্তান রয়েছে।



রিচার্ড ব্র্যানসনের জীবন থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি যে,
আপনি জীবনে যেটাই করেন না কেন কাজ কে ভালবেসে
সেটা করে যেতে হবে।

চিন্তাচেতনা এবং উপযুক্ত পরিকল্পনা থাকলে যেকোন
কর্মকাণ্ডে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব।

রিচার্ড ব্র্যানসনের জীবন
থেকে শিক্ষা গ্রহন



ধন্যবাদ